73

দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৩২শে আষাঢ় ১৩৯৪

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুর্দশা

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো কেমন চলছে? পড়াশোনার কতটা সুযোগ আছে সেখানে? স্কুল গৃহের অবস্থা কেমন? মানিকগঞ্জ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা সম্পর্কে বৃহস্পতিবারের দৈনিক বাংলায় যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তাতে সেগুলোর একটা করুন চিত্রই ফুটে উঠেছে।

মানিকগঞ্জে শতকরা ৫০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দশাই জীর্ণ। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে কোনটার চাল নেই, কোনটার বেড়া নেই। চাল থাকলেও তা চুইয়ে পানি পড়ে। আর চাল-বেড়া যদি থাকেও তাহলেও দরজা-জানালা মিলবে না অনেক স্কুলেই। অনেক স্কুলেই চেয়ার, বেঞ্চ টেবিল নেই। বিদ্যার্থীদের আসবাবের অভাবে মেঝেতে বসেই পড়াশোনা করতে হয়। আর এই অবস্থায় পড়াশোনা যে কতটা হয় আশা করি তা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

শিক্ষকের সমস্যাও রয়েছে। মানিকগঞ্জের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে হিসাব অনুযায়ী ২১১০ জন শিক্ষক দরকার। সেখানে আছে ২০৫৫ জন। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে ঐ জেলায় অন্তত প্রাথমিক শিক্ষকের অভাব প্রকট নয়। কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে কাজীর গরুর মতো, খাতায় আছে গোয়ালে নেই। খাতাপত্রে শিক্ষকের হিসাব ঠিকই আছে, নামধামও আছে। উপস্থিতিজ্ঞাপক স্বাক্ষরও আছে। কিন্তু অভিযোগ এই যে এসব শিক্ষকের অনেককেই স্কুলের ধারে-কাছে দেখা যায় না।

আমাদের প্রশ্ন: আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কি এই রকমই থাকবে? সেই আবহমানকাল ধরে প্রাথমিক স্কুলগুলোর যে শোচনীয় অবস্থা চলে আসছে তার কি কোন ব্যতিক্রম হবে না? অধিকাংশ প্রাইমারী স্কুলই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এবং যেহেতু দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলেই বসবাস করে সেইহেতু দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী সেখানকার প্রাথমিক স্কুলেই পড়াশোনা করে। কিন্তু প্রাথমিক স্কুলের দশা যদি শোচনীয় হয় তাহলে সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের কোন ভবিষ্যৎ আছে কি? আমরা তাই দেশের সকল এলাকার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর যতরকম সমস্যা আছে সেগুলোর সমাধানের দাবী জানাচ্ছি।